দৈনিক বাংলা

16

তারিখ ... [illegible] JUN 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ...

78

এ কেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খবরকে পাসের খবর বলার অবকাশ নেই। পরীক্ষার খবর এখন বলতে গেলে ফেলের খবর। সত্তরের দশকে পরীক্ষার খবর ক'বছরের জন্য নির্ভেজাল পাসের খবর হলেও শেষ দিকে কোন কোন পরীক্ষায় ফেলের হার শতকরা ৯৮ ভাগও ছাড়িয়ে গেছে। আর সত্তর দশকের প্রথম যুগের পাসের খবরও প্রকৃতপক্ষে পাসের খবর ছিল না। তাই পরীক্ষার খবর বের হলে তখন আর সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা ব্যতীত কেউই তেমন পাসের প্রত্যাশা করে না।

তবে এই প্রত্যাশাহীন অবস্থাও আবার আশা ভংগের কারণ ঘটায়। তারতম্যই অনেক সময় মনোবেদনার কারণ ঘটায়। যেমন হয়েছে এ বার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্প্রতি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ ও বি,কমের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বি,এ-তে শতকরা ২৭.৪ জন এবং বি,কম-এ পাস করেছে মাত্র শতকরা ১৪ জন। খবরের এখানেই শেষ নয়। বি,এ, বি,কম পরীক্ষা হয়েছে ৮৯টি কলেজে। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য দু'টি কলেজের সকল পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। বি,এ-তে ৪টি কলেজের এবং বি,কম-এ ২০টি কলেজের কোন পরীক্ষার্থীই পাস করেনি। এরমধ্যে আবার বি,এ-তে একটি কলেজে শতকরা ৮১.২ জন এবং অপর একটি কলেজে বি,কম-এ শতকরা ৫৫.৫ জন পাস করেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ এবং বি,কম পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন করলে একটি অস্বাভাবিক চিত্রই চোখের সামনে ভেসে উঠে। দু'টি কলেজের সকল পরীক্ষার্থী বহিষ্কার বা ২৪টি কলেজের কোন পরীক্ষার্থীর কৃতকার্য না হওয়া আদৌ স্বাভাবিক ঘটনা নয়। দু'টি কলেজের সকলকে অসদুপায় অবলম্বন করতে হলে বা ২৪টি কলেজের কোন ছাত্র-ছাত্রী কৃতকার্য না হলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সারা বছর কি করা হয়? এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি কোন শিক্ষক, শিক্ষার সরঞ্জাম বা শিক্ষার পরিবেশ আছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শয়ে শয়ে ছাত্র পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়েছিল কোন ভিত্তিতে। এগুলি কি আদৌ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, না শিক্ষার ব্যবসা কেন্দ্র? যে ব্যবসা কেন্দ্রে টেস্ট পরীক্ষার পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামক দোকানের ঝাপ খোলা হয় এবং টেস্ট পরীক্ষায় সকল বে-আইনী সুযোগ সুবিধা দিয়ে আবার বছরের জন্য দোকানের ঝাপ বন্ধ করা হয়। দুঃখ এবং লজ্জাজনক হলেও সত্য যে ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর এ ধরনের প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

আমাদের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষায় কেউ পাস না করা বা অসদুপায় অবলম্বনের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল আজ আর নতুন ঘটনা নয়। বছরের পর বছর এ ঘটনা ঘটছে এবং জাতীয় কোষাগার থেকে প্রতিবছর এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসী শিক্ষাখাতে এই বিনিয়োগের ফলাফল জানবার জন্য উৎসাহী হবে। এবং সে দিক থেকে হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে তৎপর হতে হবে।

আমাদের কথা হচ্ছে- যে কলেজে শতকরা ৮১ জন ছাত্র পাস করে, আর যে কলেজে কেউই পাস করে না বা যে কলেজের সকল ছাত্রই বহিষ্কৃত হয় এ সকল কলেজ সম্পর্কেই তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এ কলেজগুলি আদৌ শিক্ষা বিস্তারে কোন ভূমিকা রাখতে পারছে কিনা তারও মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। এমনি করে পরীক্ষার ফল প্রকাশের নামে ফেলের তালিকা প্রকাশের অগৌরবের হাত থেকে রেহাই পাওয়াই কাম্য।